কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 28 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ২ ...

'কাগজহীন' হয়ে যাচ্ছে যশোর শিক্ষা বোর্ড

ফখরে আলম, যশোর ▷

কাগজ-কলম ছাড়াই যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সব দাপ্তরিক কাজ পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল অনলাইনে (কাগজবিহীন) ঘোষণা করে যশোর শিক্ষা বোর্ড নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) থেকে শুরু করে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত সব কাজই হচ্ছে অনলাইনে। ফলে সময়, অর্থ, শ্রম সবই বেঁচে যাচ্ছে। দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা ফিরেছে। দূর হয়েছে নানা পর্যায়ের দুর্নীতি। সরেজমিন যশোর শিক্ষা বোর্ড ঘুরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে।

বোর্ড কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষার্থীর নিবন্ধন, ফরম পূরণ, ভর্তি বাতিল, ছাড়পত্র, প্রবেশপত্র ও সনদপত্র প্রদান, ফলাফল ঘোষণা, খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ, পুনর্নিরীক্ষণের ফল, বৃত্তির ফল ঘোষণা—সব কিছুই এখন অনলাইনে হচ্ছে। যশোর শিক্ষা বোর্ডকে ডিজিটাল ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১ এপ্রিল থেকে সব ধরনের আবেদন অনলাইনে করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এখন কাগজে বা হাতে লেখা (ম্যানুয়াল) কোনো আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে না।

সূত্র জানায়, বর্তমানে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে তিন হাজার ২৯১টি স্কুল ও কলেজ রয়েছে। যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটের সঙ্গে ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সক্রিয় আন্তযোগাযোগ (ইন্টারঅ্যাকটিভ) ওয়েবসাইট রয়েছে। এসব ওয়েবসাইটে ১০০ কিলোমিটার দূরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মুহূর্তের মধ্যে আবেদন আসছে। অনলাইনে দ্রুততার সঙ্গে সেই আবেদনের নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আইডি রয়েছে। এই আইডি ধরে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে সোনালী ব্যাংকের ই-সেবার (সোনালী সেবা) মাধ্যমে অনলাইনে নির্দিষ্ট টাকা বা ফি জমা দিয়ে যেকোনো কাজের জন্য আবেদন করা হলে ক্ষেত্রবিশেষ এক দিনের মধ্যে তার নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মজিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত ১ এপ্রিল থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর পর থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন, পাঠদানের অনুমতি, প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, নবায়নসহ বিভিন্ন ধরনের দুই হাজার ১২১টি আবেদন আমরা পেয়েছি। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে। অনলাইনে কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে কাজে গতি ফিরে এসেছে। শ্রম ও সময় দুই-ই বেঁচে যাচ্ছে। সহসাই আমরা যশোর বোর্ডকে পেপারলেস (কাগজবিহীন) করে ফেলব।'

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মাধবচন্দ্র রুদ্র বলেন, 'আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পেপারলেস ফলাফল ঘোষণা করেছি। এ ছাড়া পরীক্ষার যাবতীয় কর্মকাণ্ড অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে। তাতে দ্রুততার সঙ্গে নির্ভুল ফল পাওয়া যাচ্ছে।'

শিক্ষা বোর্ডের সচিব ড. মোল্লা আমির হোসেন বলেন, 'আগে শিক্ষকরা পড়ানো বাদ দিয়ে বোর্ডের কাজের জন্য বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়াসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে দু-তিন দিন অবস্থান করতেন। তাতে শিক্ষার্থীদের খুব ক্ষতি হতো। এখন অনলাইনে আবেদন আসছে। দিনের দিন আমরা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিচ্ছি। তাতে ছাত্র-শিক্ষক সবাই লাভবান হচ্ছে।'